OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article -21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 169
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 164 - 169
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসের প্রতিবেদনে মুসলিম নারীর প্রতিবাদী চেতনা

জিনিয়া পারভিন
ভারতীয় তুলনামূলক সাহিত্য
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: jiniaparveen1988@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Compressed, Complicated, Social resolution, Sharia law, Repressions.

Abstract
The life of the muslim women is compressed[1] and complicated[2] under the pressure of social resolution[3] of the orthodox muslims. The women are blamed in a patriarchal muslim society. The male dominated society accepted the women as child production machine. The women are not free as much as man in muslim society. The Sharia law[4] has been introduced in Arabia fourteen hundred years ago and its misinterpretations are continuing and unchanged into the twenty-first century. Women are therefore subjected to various repressions[5] in the muslim society. The living examples are the multiple marriages, divorce, child marriage, dowry system etc. Abul Fazal's 'Chowchir' and Begum Rokeya's 'Padmarag' novels are the image of the awakening of Muslim women with the enlightenment of modern education.

Discussion

সামাজিক বিধান ও সংস্কারের চাপে নারীর জীবন তমসাচ্ছন্ন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ঘটে যাওয়া নানান ব্যভিচারের জন্য কেবল নারীকেই দায়ী করা হয়। নারীকে পুরুষের সংসারে ভাত-কাপড়ে পোষা বিনে মাইনার দাসী ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবেই দেখা হয়। মুসলিম সমাজে পুরুষেরা যতটা স্বাধীন, সেই সমাজের অন্তঃপুরে নারীরা ঠিক ততটাই পরাধীন। চৌদ্দোশত বছর পূর্বে আরবে প্রবর্তিত শরিয়তি আইন এবং এর অপব্যাখ্যা বিবর্তনহীনভাবেই একবিংশ শতকেও বহমান। নারীরা তাই মুসলিম সমাজের অন্তঃপুরে নানান দমন-পীড়নের শিকার হন। মুসলিম সমাজে প্রচলিত একাধিক বিবাহ, তালাকপ্রথা, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ইত্যাদি নারীর জীবনকে কেমন দুর্বিষহ করে তুলেছে তার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের আলোচ্য আবুল ফজলের 'চৌচির', বেগম রোকেয়ার 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের আখ্যানে যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়ায় মুসলিম নারীর জাগরণের চিত্রও। মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন শরিয়তি আইনের অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদী সত্তাকে তুলে ধরেছেন আমাদের আলোচ্য ঔপন্যাসিকগণ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article -21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 169
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আবুল ফজল : 'চৌচির' (১৯১৭)

আবুল ফজল ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত চট্টগ্রাম জেলার কেঁওচিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলবি ফজলুল রহমান। ১৯২৯ সালে কাজী মোতাহার হোসেন সম্পাদিত 'শিখা'র তৃতীয় সংখ্যায় 'তরুণ আন্দোলনের গতি' নামে আবুল ফজলের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে তিনি বলেন,

> "হিন্দু যদি আজ সমুদ্রযাত্রাকে অধর্ম ভাবিয়া ঘরে বসিয়া থাকিত, অথবা খ্রিস্টান যদি আঘাতের প্রতি আঘাতের পরিবর্তে অন্য গালখানি পাতিয়া দিত, তাহা হইলে তাহাদের জায়গা স্বর্গে হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু এই মাটির দুনিয়ায় একেবারে অসম্ভব হইত। মুসলমানকেও যদি দরকার হয় এই রকম নির্মমভাবে সামাজিক বিধি নিষেধকে পরিবর্তন করিতে হইবে। ইসলামের মূল সূত্রকে পরিবর্তন করিতে বলিতেছি না এবং তাহার দরকারও নাই।"

তাঁর এই মন্তব্যেই স্পষ্ট যে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ যখন শিক্ষার আলো সঙ্গে করে সমাজের প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে মুসলমানেরও দরকার শিক্ষাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলা। তিনি নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই মুক্তির কথা বলতে গিয়ে শিক্ষার প্রসঙ্গ এনেছেন।

আবুল ফজল 'চৌচির' উপন্যাসে সেই সমাজের কাহিনি তুলে ধরেছেন যেখানে নারীরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং পুরুষতান্ত্রিক কুপ্রথার যূপকাষ্ঠে তাঁদের স্বাধীনতা লুণ্ঠিত। সেই সঙ্গে শুনিয়েছেন তাঁদের প্রতিবাদী কণ্ঠ। উপন্যাসের নায়িকা রওশনারা। এই রওশনারার জীবনকাহিনি বর্ণনার আগে আমরা দেখে নেব তার মা জাহানারা ও নানী বেগম সাহেবার জীবনকাহিনি। তার নানি দুই শিশুকন্যা ও এক শিশুপুত্র নিয়ে বৈধব্যে উপনীত হয়েছিল। স্বামীর অবর্তমানে তিনি যাবতীয় সম্পত্তির মালিক। কিন্তু মুসলিম সমাজের অবরোধপ্রথার কারণে তাকে সন্তানদের আদর-আবদার পূরণের জন্য বেতনভোগী ম্যানেজার ফকির মহম্মদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছে। পুরুষ নিজেদের স্বার্থে নারীকে অবলা ও অন্যের মুখাপেক্ষী করে রেখেছে তার ইঙ্গিত যেন আমরা এখানে পাচ্ছি।

এই বেগম সাহেবা নিজের সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাধ্য হয়ে ফকির মহম্মদকে বিয়ে করে। বেগম সাহেবার অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে এবং পর্দাপ্রথার অজুহাত দেখিয়ে ফকির মহম্মদ তার বড় মেয়েকে হত্যা করে। একই ভাবে হত্যা করে পুত্রকেও। এরপর ফকির মহম্মদ সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য কৌশলে প্রথম পক্ষের পুত্রের সঙ্গে বেগম সাহেবার ছোটো মেয়ে জাহানারার বিয়ে দেয় এবং একসময় সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়ে যায়। পুরুষতন্ত্রের আগ্রাসী ফাঁদে অশিক্ষিত পর্দাসীন নারীর অসহয়তার দলিল হয়ে থাকল বেগম সাহেবার চরিত্র।

উপন্যাসের কাহিনি যতই এগিয়ে যায় ততই আমরা দেখি আবুল ফজল নারীত্বের বিকাশ ঘটাতে শুরু করেছেন। বেগম সাহেবা ছিল অশিক্ষিত, তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়াতে পারেননি। কিন্তু তার মেয়ে জাহানারা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। জাহানারা বর্তমানে পাঁচ সন্তানের জননী। তারই কনিষ্ঠা কন্যা রওশনারা। দরিদ্র ঘরের সন্তান তসলীম তার আশ্রিতা ও স্নেহের পাত্র। সুপুরুষ তসলীমকে তার মনে ধরেছিল বলে তিনি মনস্থ করেন ছোটো কন্যা রওশনারার সঙ্গে তার বিবাহ দেবেন। কিন্তু বংশের সম্মান-মর্যাদার-আভিজাত্যের কথা ভেবে রওশনারার পিতা এই বিবাহে কিছুতেই রাজি হয় না। তিনি চেয়েছিলেন নিজের ভাইয়ের অকর্মণ্য ছেলে রশীদের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে। কিন্তু জাহানারা,

> "চরিত্রহীন অকর্মণ্য যুবকের সঙ্গে রওশনের বিবাহ, অসম্ভব।"[১]

জাহানারা তসলীমের শিক্ষা ও আধুনিক মনকে গুরুত্ব দিয়েছে, তাই তার হাতে কন্যাকে সঁপে দেবার কথা ভেবেছেন। এমনকি স্বামীর বিরুদ্ধে গিয়ে বলেছেন,

> "তাঁহারই পৈতৃক সম্পত্তিতে দেহপুষ্ট করিয়া তাঁহারই পৈতৃক ভিটায় দাঁড়াইয়া তাঁহার উপর জোর খাটাইবার অধিকার কাহারও নাই। তাঁহার নিজের কন্যা তাঁহারই টাকায় লালিত পালিত। আজ বিবাহের সময় তিনি কাহাকেও পিতৃত্বের ক্ষমতায় কর্তৃত্ব খাটাইয়া তাঁহার সর্বনাশ করিতে দিবেন না।"[২]

জাহানারা নারীর অধিকার সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সজাগ। এরপরেও যখন স্বামী শরিয়তি নিয়মের কথা তুলে নাবালিকা মেয়ের এজিন দেবার হক একমাত্র তারই আছে বলে দাবি করেন তখন জাহানারা নাবালিকা মেয়ের বিয়ে দেওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে। এমনকি স্বামীর বিরুদ্ধে সে ঘোষণা করে,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article -21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 169
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বাঁদরকে নাই দিলে মাথায় চড়তে চায়।"[৩]

নিজের অধিকার এবং মেয়ের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার জন্য জামাইদের সহযোগিতায় স্বামীকে স্টেটের ম্যানেজারি পদ থেকে বরখাস্ত করে এবং নিজের হাতেই জমিদারি শাসনের ভার তুলে নেয়। এদিকে তসলীম কুসংস্কার ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে মাঠে নামলেন। কলিমুদ্দিন সাহেবের স্ত্রী প্রসববেদনার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পুরুষ ডাক্তার ডাকেন। সেই অপরাধে মোল্লা-মৌলবির দল তাকে মসজিদ থেকে বিতাড়িত করে একঘরে করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ দেখে তসলীম অবাক হয়ে যায়। বাংলা ভাষায় ধর্মীয় বক্তৃতা দেওয়ার কথা, সুদ দেওয়া ও নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও অপ্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে। তসলীমের এহেন আচরণে মৌলবিরা অসন্তুষ্ট হয় এবং প্রচার করে যে তসলীম কাফের হয়ে গেছে। হামিদ সাহেব এই ঘটনা নিয়ে জাহানারাকে ব্যঙ্গ করে এবং বলেন কাফেরের হাতে নিজের মেয়েকে তুলে দিলে জাহানারার জন্য বেহেস্তের দরজা খোলা হবে। কিন্তু প্রগতিশীল নারী জাহানারা এত সহজে দমে যাবার পাত্রী নয়। সে সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বলেন, যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের সঙ্গে অন্যায় করে তারাই তো সমাজের সবচেয়ে বড় অধার্মিক।

এদিকে তসলীমের পিতা হামিদ সাহেবের প্ররোচনায় পা দিয়ে জাহানারার চরিত্র নিয়ে কটু কথা বললে তসলীম তার মতামতকে অমান্য করে রওশনারাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু জাহানারা তাতে অসম্মতি জানিয়ে বলে,

> "এ দেশের মেয়েদের সম্মান অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর, কাল সবাই বলবে এমন কিছু অস্বাভাবিক কাজ নিশ্চয় ঘটেছিল যার জন্য ছেলের অভিভাবকদের না জানিয়ে বিয়ে দিতে হয়েছে।"[৪]

তিনি এত বড় মিথ্যা দোষারোপকে সমাজের কাছে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবেন না বলে তসলীমকে কোলকাতায় এম.এ পড়তে পাঠিয়ে দেন।

অতঃপর বেগম কন্যাকে নিয়ে শ্বশুরগ্রামের জায়গিরদার তথা তাহেরুদ্দিনের বাড়িতে বেড়াতে যায়। নিজের শ্বশুরবাড়িতে না গিয়ে অন্য বাড়িতে যাওয়ায় তার চরিত্রে গ্রামের লোক কলঙ্ক লেপন করে এবং বলে বেগম চরিত্রহীন। বুদ্ধিমান ও বিবেচনামান লোকে তা মেনে না নিলে গ্রামের লোক আবার নতুন এক গল্পের সৃষ্টি করেন এবং বলেন মেয়ের সঙ্গে তাহেরের বহু দিনের প্রেমের সূত্রে মেয়ে তাহেরের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। এই অপপ্রচার তসলীমের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং সে রওশনারাকে সন্দেহ করে। সন্দেহের আগুনই তসলীমকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তসলীম যুদ্ধে চলে গেলে বেগম সংশয়ে পড়ে যায় এবং মনে করেন রওশনারার জীবনটা কি তিনিই নষ্ট করলেন! একসময় মৃত্যু দরজায় কড়া নাড়ে, অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে তিনি রওশনারার সকল মনোবাঞ্ছা পূরণ করে যান এবং ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাও তিনি করে যান।

এদিকে গ্রামের মানুষের কুৎসার চাপে রওশনারা গৃহবন্দি হয়ে সাহিত্যে মনোনিবেশ করে। তসলীমও ক্ষণিকের তরে হলেও রওশনারাকে অবিশ্বাস করে। কিন্তু তসলীম দোলাচলতায় পড়ে সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য মাঠে নামে এবং যারা কুৎসা রটায় জুলুর মা, ফতুনীর মার কাছে যায়। যার কাছেই যায় সেই বলে অমুক দেখেছে। তসলীমের ঘটনার সত্যতা বুঝতে আর বাকি থাকে না। এমন সমাজ, মানসিকতার বিরুদ্ধে তার মন গর্জে ওঠে। এদিকে রওশনারা বুঝতে পারে তসলীম অবিশ্বাসের দোলাচলতায় দুলছে। তাই সে তাকে বলে,

> "আমার উপর যে সব দোষারোপের গুজব উঠেছিল সব মিথ্যা। সব বানানো কথা।"[৫]

এইটুকু জানিয়ে মাফ চেয়ে সে সেই স্থান থেকে চলে যায়। পৃথিবীতে বা তসলীমের কাছেও তার আর চাওয়ার কিছুই নেই। সমাজের অপবাদ, গঞ্জনা একজন নারীকে যে কতটা অসহায় করে দেয় তার প্রমাণ আমরা দেখি রওশনারার চরিত্রের মধ্যে। রওশনারা তার শেষ চিঠিতে বিবাহ নামক সামাজিক প্রথার এক নতুন ব্যাখ্যা দেয় এবং বলে,

> "এমন মুহূর্তের কথা বলতে পারি না, যখন ভুলতে পারি না, যখন ভুলতে পেরেছি। এমন মুহূর্ত দিয়ে কোন স্ত্রী তার স্বামীকে পেয়েছে? ... আমাদের এ নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বড় না তাদের ব্যবসা বড়? ব্যবসায় নয় তো কি? একজন ভাত রাঁধবে, সন্তান ধারণ করবে, আর একজন খোরপোষ জোগাবে।"[৬]

বিবাহিত সম্পর্কের এমন নতুন ব্যাখ্যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বুকে শেল মারতে সক্ষম হয়েছে। যেমন সমাজ ও পরিবেশে তার অবস্থান সেখানে এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তার মানানসই। তা না হলে তার নিজস্বতা ক্ষুণ্ণ হত। সে তার সমাজের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article -21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 169
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নারীদের সার্থক প্রতিনিধি। আবুল ফজল আলোচ্য উপন্যাসে যেমন মৌলবাদের কুদিক তুলে ধরেছেন তেমনই তার বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠও তুলে ধরেছেন।

রোকেয়া বেগম : 'পদ্মরাগ'

নারীবাদী এবং নারী জাগরণের অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে তিনি পরিচিত। তিনি নিজে যেহেতু মুসলিম লেখিকা তাই মুসলমান সমাজের অন্তঃপুরের চিত্র স্বচক্ষে দেখেছেন। সাধারণ মেয়েদের তো জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটে রন্ধনশালায়। তারা রন্ধন ছাড়া অন্য বিদ্যায় পারদর্শী নয়, তারা তো জীবন্মৃত। তাদের তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। আর আঘাত করেছেন সেই সমাজব্যবস্থাকে, যা নারীর স্বাধীন চেতনাকে অস্বীকার করে তাকে মরদের ভোগ্যবস্তু করে তুলেছে। তিনি নারীদের রন্ধনশালা থেকে মুক্তি দিয়ে পাঠশালায় আনার জন্য অনেক স্কুল তৈরি করেছেন।

'পদ্মরাগ' উপন্যাসের নায়িকারা যেন লেখিকার জীবনযন্ত্রণা দিয়ে জীবন উপলব্ধিরই ফসল। আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকারা অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে, আত্মসম্মানকে বিকিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে গা ভাসায়নি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন নিজেদের মতো করে। লেখিকা উপন্যাসের নায়িকা জয়নব ওরফে সিদ্দিকাকে তিনি পাঠকের সামনে হাজির করেছেন অভিনব রূপে। তার জবানি থেকে জানা যায়, মাত্র ১২ বছর বয়সে তার ভাইয়ের শালার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। পিতৃহীন সিদ্দিকার অভিভাবক তার বড় ভাই। কিন্তু বিবাহের পূর্বে পাত্রের চাচা সিদ্দিকার সম্পত্তির অংশের ভাগ লিখে নিতে চাইলে সিদ্দিকার দাদা তাতে রাজি না হওয়ায় পাত্রের অন্যত্র বিবাহ হয়। এই ঘটনা জানতে পেরে সিদ্দিকা ও তার ভাই ভীষণ মর্মাহত ও অপমানিত হয়। তাই সে সিদ্দিকাকে আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচার জন্য বলেন,

> "তুই জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হ! মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য যাহাতে তোকে কোন দুরাচার পুরুষের গলগ্রহ না হইতে হয় আমি তোকে সেইরূপ শিক্ষাদীক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিব। তোকে বাল-বিধবা কিম্বা চিরকুমারীর ন্যায় জীবনযাপন করিতে হইবে, তুই সে জন্য আপন পায়ে দৃঢ় ভাবে দাঁড়া।"[৭]

এই জন্য তিনি তাকে জমিদারি সংক্রান্ত সকল শিক্ষা দিয়ে তার ভাগের সম্পত্তি তাকে বুঝিয়ে দেয়। অনতিকাল পরে জয়নব ও তার স্বামীর দেখা হয়। পূর্বে এঁকে অপরের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় তারা একে অপরকে চিনত না। পরে জয়নব তার ভাবির দেওয়া লকেট থেকে জানতে পারে যে লতীফ তার স্বামী। সকলের সঙ্গে লতীফও সিদ্দিকার প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরেছে। জানতে পেরে তাকে আপন করতে চাইলে সে বলে –

> "তুমিই তো একমাত্র স্নেহভাজন বা চিন্তার বিষয় নহ।"[৮]

সিদ্দিকার অন্তরের মণিকোঠায় লতীফের জন্য বিশেষ অনুভূতি থাকলেও তার উচ্ছ্বাস নেই। এরপরেও লতীফ সিদ্দিকাকে আপন করার কথা বললে সে বলেছে, "আবার বৃথা আশা!"[৯]

যে পুরুষ তার সম্পত্তি পায়নি বলে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে সে তো তাকে চায়নি, চেয়েছে তার সম্পত্তিকে। আত্মসম্মান বোধে সজাগ সিদ্দিকা এই অপমান আজও ভুলতে পারেনি। সিদ্দিকার বিদ্রোহীসত্তা বলে ওঠে,

> "আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন? আমি সমাজকে চেখাইতে চাই যে, সুযোগ জীবনে একবার ছাড়া দুইবার পাওয়া যায় না, তোমরা পদাঘাত করিবে আর আমরা তোমাদের পদলেহন করিব, সেই দিন আর নাই।"[১০]

পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতায় বিশ্বাসী সিদ্দিকা। সিদ্দিকার এই কথার মধ্যে দিয়ে এটাই ব্যক্ত হয়েছে যে, নারী তার ব্যক্তিত্বের দাবি নিয়ে জগতে তার অধিকার বুঝে নিতে চাইছে। সিদ্দিকা চায় না ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এমন ভাবে বাঁচতে, যা নারীকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে পিছন দিকে ঠেলে দেবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পেষণে নিষ্পেষিত না হয়ে সে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে,

> "একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীপ্রজন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে।"[১১]

আসলে সিদ্দিকা লেখিকার মানস কন্যা। তাই সিদ্দিকার মধ্যে দিয়েই নিজের জীবনের আদর্শ ও নারী কল্যাণ চিন্তাকে পাঠকের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। তাই তো আত্মনির্ভরশীল হতে চাওয়া মুসলিম নরনারীর দেখা মিলল নৈহাটি স্টেশনে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article -21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 169
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হ্যাটকোট পরিহিত পুরুষের পোশাকে জয়নবের মধ্যে। তার নায়িকারা যেন বাংলা উপন্যাসের সমাজ সংস্কারের বেড়াভাঙা নারী।

আলোচ্য উপন্যাসে 'তারিণী-ভবন' নামে এক আশ্রমের উল্লেখ আছে। এখানেই আমরা পেয়ে যায় আর এক বিদ্রোহী নারীসত্তা সকিনাকে। সকিনার বিয়ে হয় উদীয়মান উকিল আবদুল গফুর খাঁ-এর সঙ্গে ১৫ বছর বয়সে। বিয়ের পরের দিন সে নববধূ সকিনার অলংকার নিয়ে পালিয়ে যায় আর সকিনাকে দিয়ে যায় কুৎসিতের অপবাদ। পরে সকিনার ভাইয়েরা দেনমোহরের টাকার দাবি জানাতে থাকলে গফুর তাকে আনতে যায়। এমনকি অসুস্থ সকিনার সেবা করে তাকে সুস্থ করে তোলে। কিন্তু সকিনা সুস্থ হয়ে ওঠার পর জানায়,

> "কিন্তু স্পষ্ট কথা এই আপনার সহিত ইহজীবনে আমার মিলন অসম্ভব।"[১২]

এই ঘটনায় তার ভাইয়েরা অখুশি হলেও সে নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেছে। আত্মীয়দের বহু নিষেধকে উপেক্ষা করে সকিনার বিদ্রোহীসত্তা বলে ওঠে,

> "আমিও দেখাইতে চাহি যে দেখ, তোমাদের ঘর করা ছাড়া আমাদের আরও পথ আছে! স্বামীর ঘর করাই নারী-জীবনের সার নহে।"[১৩]

নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে পুরুষের দয়া নিয়ে বেঁচে থাকার নারী সকিনা নয়। তাইতো নিজের বাঁচার পথ সে নিজেই ঠিক করে নেয়। 'তারিণী ভবনে' এসে সে নিজের মতো করেই বাঁচে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত উপন্যাসের আর এক নারীচরিত্র রাফিয়া। রাফিয়া প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টারের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও 'তারিণী ভবনে' টাইপ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তার জবানি থেকেই আমরা জানতে পারি একসময় তার স্বামী দুই শিশুকন্যাসহ রাফিয়াকে রেখে বিদেশে যাত্রা করে ব্যারিস্টারি শিক্ষালাভের জন্য। এদিকে রাফিকা স্বামীর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে অপেক্ষায় দিন কাটায়। দেওরের নিষেধ সত্ত্বেও পতি ফেরার দশদিন পূর্বে তার পত্রগ্রহণ করে এই ভেবে যে তাতে আছে ভালোবাসার অনেক কথা। তৃষ্ণার্ত মন সেই পত্র আকণ্ঠ পান করতে গিয়ে সে চরম ধাক্কা খায়। এ তার প্রেম পত্র নয়, তার তালাক পত্র। স্বামীর এহেন আচরণে সে পাগল হয়ে যায়। দীর্ঘ চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু এ এক নতুন রাফিয়া। সে দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছে,

> "যে নিষ্ঠীবনের মত পরিত্যাগ করিয়াছে, আবার তাহার দিকে ফিরিয়া দেখা কেন?"[১৪]

তাই সে অকারণ তালাকের বিরুদ্ধে যে আইন আছে তার পথ ধরেনি। নিজের মহিমায় সে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া সে অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে আপসহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন,

> "লাঠি ঝাঁটা হজম করিয়া অবরোধ প্রথার সম্মান রক্ষা-আর নহে!"[১৫]

অর্থ, যশ, খ্যাতি, কায়িক সুখ নয়, মানুষের স্বীকৃতি নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চেয়েছে রাফিয়া। এ ছাড়া আলোচ্য উপন্যাসে এমন কিছু নারী চরিত্রের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি যারা পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ করাটা অন্যায় বলে মনে করে না। যেমন লতীফের মা।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপন্যাসের আলোচ্য আবুল ফজলের 'চৌচির', বেগম রোকেয়ার 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের প্রত্যেকটি নারীচরিত্র জীবন দিয়ে জীবনের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছে। আর সে জন্যই তারা সমাজের প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে, শিক্ষাকে পাথেয় করে স্বনির্ভর হয়ে বাঁচার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

Reference:

১. আলাউদ্দিন, আল আজাদ (সম্পা.), চৌচির, আবুল ফজল রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯, পৃ. ২৫
২. তদেব, পৃ. ২৬
৩. তদেব, পৃ. ২৭
৪. তদেব, পৃ. ৩৬
৫. তদেব, পৃ. ৫৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article -21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 169
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. তদেব, পৃ. ৬৩
৭. আব্দুল, কাদির (সম্পা.), পদ্মরাগ, রোকেয়া রচনাবলী, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ. ৩৩৫
৮. তদেব, পৃ. ৩৫৪
৯. তদেব, পৃ. ৩৫৫
১০. তদেব, পৃ. ৩৫৪
১১. তদেব, পৃ. ৩৫৬
১২. তদেব, পৃ. ৩০৯
১৩. তদেব, পৃ. ৩০৯
১৪. তদেব, পৃ. ৩১২
১৫. তদেব, পৃ. ৩১২